হিজাব : আসমানি সৌন্দর্য

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

হিজাব : আসমানি সৌন্দর্য

মূল

শাইখ আবদুল আজিজ আত-তারিফি

অনুবাদ

ইরফানউদ্দীন

প্রুফ

মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

হিজাব : আসমানি সৌন্দর্য

শাইখ আবদুল আজিজ আত-তারিফি

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০

www.facebook.com/pothikprokashon

Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২ ইং

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

২১ শে বইমেলা পরিবেশক : প্রিতম প্রকাশ

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com

wafilife.com

pothikshop.com

islamicboighor.com

Bookriver.com.bd

ruhamashop.com

raiyaanshop.com

মূল্য : ৩৪০/-

সূচিপত্র

লেখকের পরিচয় ৭
অনুবাদকের ভূমিকা ৮
মুখবন্ধ ৯
প্রারম্ভিক কিছু কথা ১১
শরিয়াহ ও ফিতরত এবং তার বিকৃতিসাধন ১৭
চারিত্রিক পবিত্রতা ও এর অধঃপতন ২০
কলঙ্ক থেকে মুসা আলাইহিস সালাম যেভাবে মুক্তি পান ২২
হিজাব : ইবাদত না-কি অভ্যাস ২৬
হিজাব ফরজ হওয়ার তাৎপর্য ২৯
নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ ৩৬
পর্দার বিধানের ইতিহাস ৪০
সকল নারীর জন্য পর্দার বিধান সমান নয় ৪৩
নারীদের পোশাকবিষয়ক পরিভাষাসমূহ ৪৬
- হিজাব ৪৬
- খিমার ৫০
- জিলবাব ৫৬
- ওড়না [খিমার] আর জিলবাবের মধ্যে পার্থক্য ৫৭

হিজাবের ইতিহাস ও ফিকহে আধুনিকতার প্রভাব ৫৮
ইসলামপূর্ব যুগে আরব-নারীর পোশাক ৬২
- আওরাহ ৬৭
- সালাতে নারীর সতর ৭১
- হজে নারীর চেহারা আবৃত রাখার বিধান ৭৪

নারীর যে পোশাকে কারও দ্বিমত নেই ৮২
- নারী পরপুরুষের সামনে সুগন্ধিমাখা পোশাক পরবে না ৮৪
- নারীর পোশাক পুরুষের পোশাকের সদৃশ হওয়া হারাম ৮৪
- বিধর্মী মহিলাদের পোশাক মুসলিম নারী পরতে পারবে না..................... ৮৫

নারীর যে-সব অঙ্গ ঢাকা ওয়াজিব ৮৬
ইমামদের মতভেদকে নিজ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য ব্যবহার ৮৯
ইখতিলাফ ও পছন্দের অভিমত গ্রহণের অধিকার ৯৪
কুরআনের আয়াতসমূহ পরস্পর বিরোধী নয় ১০০
সাহাবিগণের বক্তব্য সঠিকভাবে বোঝার উপায় ১০২
সাহাবিগণের বক্তব্যসমূহ ভুল বোঝার কারণ ১০৪
হিজাব ও পর্দাপালন-বিষয়ক আয়াতসমূহ ১০৬
ধাপে ধাপে হিজাব ফরজ হয়েছে ১৩৩
নারী সাহাবি ও নারী তাবেয়িদের হিজাবপালন ১৩৬
নারী যখন চেহারা খোলা রাখতে পারবে ১৩৯
দায়েমি সতর এবং দৃষ্টিকেন্দ্রিক সতর ১৪১
কখন নারীর চেহারা দেখা বৈধ ১৪৩
হিজাব বিষয়ে দুটি খটকার নিরসন ১৪৬
নারীর চেহারা খোলা রাখা না রাখা নিয়ে চার ইমামের বক্তব্য ১৪৯
সালাতে নারীর সতরবিষয়ক মাসআলা ১৫০
ইহরামরত নারীর নিকাব পরিধানসংক্রান্ত মাসআলা ১৫২
যে-সব প্রয়োজনে নারীর চেহারা খোলা রাখার বিধান রয়েছে ১৫৪
স্বাধীন নারী এবং দাসীর সতরের মধ্যে পার্থক্য ১৫৬
ইমাম মালেক বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহর অভিমত ১৫৭
ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর অভিমত ১৬১
ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহর অভিমত ১৬২
ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহর অভিমত ১৬৭
চেহারা ঢাকার বিধানপালনে ভারসাম্য ১৬৮
যেসব হাদিস দেখিয়ে পর্দার বিধানে সংশয় সৃষ্টি করা হয় ১৭৩
আসমা বিনতে আবু বকরের ঘটনা ১৭৩
খাসআমি নারীর ঘটনা ১৭৬
সুবাইআহ আসলামির ঘটনা ১৮০
দুই গালে কালো দাগবিশিষ্ট নারীর ঘটনা ১৮৫
শেষকথা ১৮৮

লেখকের পরিচয়

শাইখ আবদুল আযিয আত-তারিফি। হাদিস বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। ইসলামের প্রধান ও মৌলিক স্তম্ভ 'আকিদা' নিয়েও আছে তাঁর যথেষ্ট পড়াশোনা। তিনি সৌদি ইসলামিক এফায়ার্স, দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স-এর সাবেক শরিয়াহ গবেষক। তাঁর রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অসাধারণ কিছু গ্রন্থ। তার মধ্যে অনূদিত এই কিতাবটি অন্যতম। তিনি বলেন, লেখেন। উম্মাহকে পারলৌকিক জীবনের প্রতি সজাগ করেন। ডাকেন সিরাতুল মুসতাকিমের পথে। তিনি সমসাময়িক মতবাদ, চিন্তানৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যেমন বলেন ও লেখেন, তেমনি কোরআন-সুন্নাহর সরল ব্যাখ্যা, ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান সম্পর্কেও নির্বিবাদ আলোচনা করে যান তাঁর বহমান নদীর মতো লিখনী আর সাগরের তরঙ্গমালার দৃঢ় গর্জনের মতো বক্তৃতার মাধ্যমে।

জ্ঞান-গরিমা আর নববি-সুন্নাহ ধারণকারী এই আলেম জন্মেছেন ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর; কুয়েতে। পরবর্তীতে তিনি চলে আসেন সৌদিআরবে; স্থায়ী হন রাজধানী রিয়াদে। শরিয়াহ বিষয়ক উচ্চডিগ্রি অর্জন করেন ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে। তবে তিনি সমসাময়িক আলেমদের সাহচর্যও গ্রহণ করেন। তাঁদের অন্যতম সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি শাইখ আবদুল আযিয বিন আবদুল্লাহ বিন বায, হাম্বলি মাযহাবের বিদগ্ধ আলেম শাইখ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযিয বিন আকিল রাহ.।

শাইখ তারিফির ইসলামের জন্য এই সেবা আরও ব্যাপৃত হোক। ছড়িয়ে যাক বিশ্বময়। আল্লাহ তাঁকে যেকোনো বিচ্যুতি থেকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করুন। আমিন।

অনুবাদকের কথা

হিজাব একটি স্বতন্ত্র বিধান। প্রতিটি বিধানের মতো তারও রয়েছে আলাদা রূপবৈচিত্র। কীভাবে হিজাবপালন করবে নারী, তার পোশাক পরিধানের ধরণ কী হবে, পুরুষ কীভাবে দৃষ্টি সংযত রাখবে, তা কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় হিজাব বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের ভুল ব্যাখ্যা ছড়িয়ে পড়ে। এ বিধান নিয়ে অনেকের মাঝে সংশয় দেখা দেয়। কেউ কেউ তা অস্বীকার করেও বসে। হিজাব কোনো বিধান নয়, এটা শুধু ঐতিহ্যগত অভ্যাস বলে অনেকে প্রচার করে থাকে। লেখক শাইখ আবদুল আযিয আত-তারিফি হিজাব নিয়ে সকল বিভ্রান্তি দূর করতে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বাণী, ইমামগণের বক্তব্য এনে দেখিয়েছেন হিজাবের রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

বইয়ের অনুবাদ নির্ভুল করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোনো সুহৃদ পাঠক ধরিয়ে দিলে উপকৃত হবে সকলে। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা, প্রকাশক ইসমাইল হোসেন ভাইয়ের প্রতি। তাঁর তাগাদাতেই বইটি আলোর মুখ দেখতে পেয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

মহান রবের কাছে প্রত্যাশা, তিনি যেনো মূল বইয়ের মতোই অনুবাদকেও কবুল করেন। আমিন।

ইরফানউদ্দীন
কায়রো, মিশর

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। তিনি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছেন, মানুষের সহজাত-স্বভাব সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দ্য-সৌন্দর্য দিয়ে তাদের গঠনও করেছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সকল নবি-রাসুলের সর্দার প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার, সাথিবৃন্দ ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুমিনের ওপর।

পরপুরুষের সামনে নারীরা কী ধরনের হিজাব ও পোশাক পরবে–তা স্পষ্টভাবে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অথচ ইসলামের ইতিহাসে শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত কোনো ফকিহ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে প্রমাণ নেই। মাজহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণও স্বতন্ত্র কোনো অধ্যায় তৈরি করেননি; অবশ্য অন্যান্য বিধানের আলোচনায় প্রসঙ্গত হিজাব ও পোশাকের আলোচনা করেছেন তাঁরা। কারণ, সে যুগে হিজাবের বিধিবিধান সম্পর্কে সবার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাই তাঁরা এসংক্রান্ত স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেননি।

সেই ওহি অবতরণের যুগ থেকেই মুমিন নারীরা হিজাব ও পোশাকবিষয়ক বিধিবিধান ওহি অবতরণের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বর্ণিত দলিলের আলোকে পালন করে আসছিলেন। সাহাবি ও তাবেয়িগণের অনুসরণ করেই মুমিন নারীরা হিজাবের ওপর আমল করছিলেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটে হিজরি চৌদ্দ-পনেরো শতকে–এসময় অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলিমদের দখলে চলে যায়। এভাবে যুগ যুগ ধরে বিধর্মীদের শাসনে থাকার ফলে মুসলমানরা সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের কবলে পড়ে। ফলে তারা নানারকম চিন্তা-দর্শনের মিশ্রণে প্রভাবিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর দলিলগুলো অপাত্রে প্রয়োগ করতে শুরু করে। ফকিহ ইমামগণের অভিমতগুলোও প্রসঙ্গ উল্লেখ করা ছাড়াই গ্রহণ করতে থাকে। একারণে সময়ের ব্যবধানে মুসলমানরা স্বাধীন নারী ও দাসী, যুবতি ও বৃদ্ধা নারীর মধ্যে কোন্ কোন্ বিধানে কী কী ধরনের পার্থক্য রয়েছে–তা নির্ণয় করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে! তেমনি কোন্ বিধান পর্দার বিধান ফরজ হওয়ার আগের আর কোন্‌টি পরের, কোন্ বিধান অকাট্য আর কোন্‌টি সংশয়পূর্ণ; তার মাঝেও ব্যবধান করতে অক্ষম হয়ে পড়ে!!

অবশেষে ফকিহ ইমামগণের মাজহাব-বহির্ভূত কিছু মতের প্রচলন ঘটে—যার সঙ্গে তাঁদের দূরতম সম্পর্ক নেই। 'নারীর মুখাবয়ব আবৃত রাখা শরিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়' কিংবা 'ফেতনার আশঙ্কা সত্ত্বেও যুবতি নারীর মুখমণ্ডল পর্দাবৃত করা আবশ্যক নয়; বরং চেহারা অনাবৃত রাখলেও কোনো গুনাহ হবে না'—পর্দার বিধানের মাসআলায় এজাতীয় উক্তিগুলো ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুমুল্লাহর অভিমত বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। ঘরে থাকাবস্থায় নারীর শরীর ঢাকার পোশাক ও সালাতে ব্যবহৃত পোশাক সম্পর্কিত ফকিহ ইমামগণের বক্তব্যগুলোকে পরপুরুষের সামনে ব্যবহৃত পোশাকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। ফলে এমন অনেক বিপরীতমুখী বর্ণনার কারণে পাঠক মাজহাবগুলোকে অসার, পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক মনে করে বসে!

নারীর হিজাব ও পোশাকবিষয়ক বিধিবিধান সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করার জন্য বিশাল আকারের গ্রন্থ রচনা এবং ফকিহ ইমামগণের সকল বক্তব্য একত্র করার প্রয়োজন নেই। দরকার শুধু কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতিসমূহ যথাস্থানে প্রয়োগ করা, ফকিহ ইমামগণের বক্তব্যগুলো স্ব-স্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ করা, অস্পষ্ট ও সংশয়পূর্ণ দলিলগুলোকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিলগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করা; এবং এতে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়ে পরিবর্তনের উৎসগুলো বন্ধ করে দেওয়া। যেন মানুষ সঠিক ফিকহ জানতে পারে এবং মাজহাবের ইমামগণ যে বিষয়ে কিছু বলেননি, সে বিষয়ে কেউ মিথ্যা রটাতে না পারে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আল্লাহর বাণীতেই যখন সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক এবং অস্পষ্ট ও সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে, তখন তো ফকিহ ইমামগণের বক্তব্যে তা আরও বেশি থাকবে–এটাই স্বাভাবিক। তাই ভুল বোঝাবোঝি এড়াতে সবসময় সতর্ক থাকা জরুরি।

এই গ্রন্থ রচনা করার একমাত্র উদ্দেশ্য উপরিউক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট করা। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁর কাছেই হিদায়াতের প্রেরণা লাভের প্রত্যাশা করছি। তাঁর নিকটই সঠিক পথে অবিচল থাকার তাওফিক কামনা করছি।

আবদুল আজিজ আত-তারিফি
২০/০৪/১৪৩৬ হিজরি

প্রারম্ভিক কিছু কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। তিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। ফিতরতকে [সহজাত মানবস্বভাব] করেছেন সুন্দর। আর ইমানের মাধ্যমে মানুষকে করেছেন সম্মানিত। তিনি মানুষকে দান করেছেন সত্য-মিথ্যা চেনার ও ভালো-মন্দ পার্থক্য করার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবি ও আগত সকল মুমিনের ওপর।

শরিয়ার প্রবর্তক মহান আল্লাহ মানবজাতিকে ফিতরত[১] দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের এই অপরিবর্তনীয় প্রকৃতি-ফিতরতকে শরিয়ার সঙ্গে এমনভাবে সামঞ্জস্য করে দিয়েছেন, যেমন ব্যক্তির উভয় হাতের তালু পরস্পরে খাপ খেয়ে যায়। মাড়ির দাঁত যেমন উপরে-নিচে সমানভাবে বসে যায়, তেমনি সুস্থ স্বভাব আর শরিয়াকে তিনি সমান সংগতিপূর্ণ করেছেন। তাই শরিয়াহ ও স্বভাবগুণের মধ্যে কোনো একটির পরিবর্তন ঘটা পর্যন্ত উভয়টা একই নিয়মে চলে। এজন্যই আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়ায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো :

১. আল্লাহর আদেশ যথাযথ মেনে চলা ও তা সঠিকভাবে হিফাজত করা।

এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ হলো,

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ.

> ‘আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট প্রতিপালকের কিতাব থেকে পাঠ করে শোনান। আপনার বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই।’ [সুরা আল-কাহাফ : ২৭]

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ.

১. আল্লাহপ্রদত্ত মানুষের সহজাত স্বভাব। -অনুবাদক।

> ‘সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করবার কেউ নেই।’ [সুরা আল-আনআম : ১১৫]

২. আল্লাহপ্রদত্ত প্রকৃত স্বভাবগুণ বদলে ফেলার ব্যাপারে ভয় করা।

আল্লাহ বলেন,

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ اللَّهِ لِخَلْقِ.

> ‘আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই।’ [সুরা আর-রুম : ৩০]

শরিয়াহ ও সহজাত স্বভাব পরস্পর সংগতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার ফলে আল্লাহ দীন (ইসলাম ধর্ম) বলে ফিতরত বা স্বভাব; আবার কখনো ফিতরত বলে দীন উদ্দেশ্য নিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত দীন দ্বারা সহজাত স্বভাব উদ্দেশ্য নেওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা এমনই পাওয়া যায়।

শরিয়াহ ও ফিতরতের মধ্যে কোনো একটির যদি পরিবর্তন ঘটে, তাহলে মানুষের পক্ষে আল্লাহর আদেশ মোতাবেক জীবনযাপন ও যথাযথ ইবাদতপালন করা সম্ভব হয় না। বরং তখন ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। এজন্যই শয়তান শরিয়াহ ও স্বভাবের মধ্যে ত্রুটিযুক্ত করার জন্য ওঁৎপেতে বসে থাকে। যেন আল্লাহর ডাকে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াদানে ভাটা পড়ে এবং সে অযাচিত বিচ্যুতি করে বসে। তবে শয়তান যদি এতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে শরিয়াহ ও স্বভাবের কোনো একটিতে হলেও পরিবর্তন সাধন করতে উঠেপড়ে লাগে। কারণ একটির মধ্যে ত্রুটিযুক্তের তিলক লাগাতে পারলে অপরটিও বান্দার কাছে ধীরে ধীরে ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়।

শরিয়াহ ও ফিতরতের মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনে শয়তানের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ.

> ‘এবং আমি তাদের অবশ্যই নির্দেশ দেবো, তারপর তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতি করবেই।’ [সুরা আন-নিসা : ১১৯]

শরিয়ার বিকৃতি ও পরির্বতন সাধনে শয়তানের দলিল-প্রমাণের অপব্যাখ্যাকে আল্লাহ তাআলা ‘চোখধাঁধানো’ ও ‘মেকি-সৌন্দর্য’ বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন। পবিত্র কুরআনে তা এভাবে বিবৃত হয়েছে—

> وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ.

> ‘আর এভাবে আমি মানবজাতি ও জিনজাতির মধ্য থেকে শয়তানদের প্রত্যেক নবির শত্রু বানিয়েছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একে অন্যকে চটকদার বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তাহলে তারা তা করতো না; সুতরাং আপনি তাদের ও তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন করুন।’ [সুরা আল-আনআম : ১১২]

এসম্পর্কে আল্লাহ আরও বলেন,

> قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.

> ‘সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করেছেন, সেজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে শোভন করে উপস্থাপন করব এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করব। [সুরা আল-হিজর : ৩৯]

সুতরাং শয়তান এই চাকচিক্য ও চমকপ্রদতাকে কর্ম ও দুষ্কর্মের ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু তার কর্মক্ষমতা শুধু বাহ্যিক চাকচিক্য দেখানোতেই সীমাবদ্ধ থাকে, শরিয়াহতে ও মৌলিক স্বভাবে সে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না।

ফাসাদপ্রিয় মানুষ শরিয়ায় ও মানবস্বভাবে পরিবর্তন আনতে সর্বদা চেষ্টা করতে থাকে। একসময় সে মানুষের মনে বিচ্যুতি ও ফাসাদ সৃষ্টি করার পথও পেয়ে যায়। অবশ্য এই পদ্ধতিগুলো প্রতিটি যুগেই ব্যবহৃত হয়ে

আসছে এবং প্রতিটি আসমানি গ্রন্থ এসব দুষ্টচক্রের সম্মুখীন হয়েছে। সর্বশেষ আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরাইশদের একত্ববাদের দাওয়াত দেন, তখন তারা এই একত্ববাদেই পরিবর্তন আনার দাবি করে বসে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

'যখন আমার আয়াত, যা সুস্পষ্ট, তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন–যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না–তারা বলে, এ ছাড়া অন্য এক কুরআন নিয়ে আসো, অথবা এটাকে পরিবর্তন করো। আপনি বলুন, নিজের পক্ষ থেকে একে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়।' [সুরা ইউনুস : ১৫]

মুনাফিকদের সম্পর্কে তিনি আরও বলেন,

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ.

'তারা আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায়।' [সুরা আল-ফাতহ : ১৫]

জাতি ও সমাজগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আনয়নকারীদের চিরাচরিত অভ্যাস ও কৌশল এই যে, তারা হয়তো শরিয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণাদির বিকৃতি ঘটায়; নয়তো মানুষের জন্মগত সুস্থ স্বভাবে পরিবর্তন সাধন করে—যা মানবজাতির জন্য সংগতিপূর্ণ নয় এবং সুখকর ও নিরাপদও নয়।

আর আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এভাবে তাদের অভ্যাসের বর্ণনা দেন,

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

> ‘তোমরা কি এই আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ইমান আনবে? যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে তারপর তারা তা হৃদয়ঙ্গম করার পরও বিকৃত করে, অথচ তারা জানে।’ [সুরা আল-বাকারা : ৭৫]

কিন্তু শরিয়ায় পরিবর্তন ঘটানো ফিতরত বদলানোর তুলনায় অনেক দ্রুততা ও সহজতার সাথে করা যায়। আপনি দেখে থাকবেন, এক প্রজন্মের মধ্যেই কখনো ফিতরতের পরিবর্তন সরাসরি পরিলক্ষিত হয় না; তার জন্য প্রয়োজন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের ও যুগ-যুগের সুদীর্ঘ সময়কাল। আর শরিয়াহ, এক-দুই বা তিন দশক কিংবা তারচেয়ে কম সময়ে ভ্রান্ত যুক্তিতর্কের প্রভাবশক্তি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। তাই পূত-পবিত্র, শরম-লজ্জা ও স্বভাবগুণে পূর্ণ একটি সমাজ কিংবা দেশে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে যেতে কয়েক দশক বা শতাব্দী এমনকি তারচেয়ে অধিক সময় লেগে যায়। কেননা মানবজাতি জন্মগতভাবেই ফিতরতসম্পন্ন—অবশ্য শরিয়ার সঙ্গেও তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা ফিতরতকে নিজের রঙ বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.

> ‘আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহর রং। রঙে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর?’ [সুরা আল-বাকারা : ১৩৮]

ফিতরতে বিকৃতি ঘটার পর আবার তার মূলরূপে ফিরে আসা বিকৃতির পথে যাওয়ার তুলনায় অনেক সহজ বিষয়। যদিও-বা এই ফিরে আসাও কষ্টসাধ্য বিষয়। একজন লাজুক মানুষের কাছে অশ্লীলতার পক্ষে তথাকথিত যুক্তিসঙ্গত দলিল-প্রমাণ থাকলেও একদিনে সে অশ্লীল হতে পারে না। প্রথমবারে অশ্লীলতায় মজে যাওয়া একেবারে অসম্ভব; বরং ধীরে ধীরে সে অশ্লীলতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে পর্দা ও হিজাব থেকে বিমুখ ব্যক্তিকে যদি দলিল-প্রমাণ দিয়ে পর্দার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বোঝাতে সক্ষম হন, তাহলে সে প্রথমবারেই আপনার আহ্বানে সাড়া দেবে এবং পর্দার বিধান পালনের প্রতি যত্নবান হবে। উভয় ব্যক্তির কাছে যদিও আপন আপন কর্মের পক্ষে যুক্তি রয়েছে; তবুও এখানে পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথম

ব্যক্তির জন্য ফিতরত থেকে বের হয়ে অশ্লীলতায় অভ্যস্ত হতে সময় লাগে প্রচুর। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির আপন ফিতরতে ফিরে আসতে প্রয়োজন দলিলসম্বলিত একটা আহ্বানমাত্র! আর মানুষের বিবেকবোধ অথর্ব যুক্তিতর্কে প্রতারিত হলেও আপন ফিতরতের প্রতি সে সর্বদা আকৃষ্ট থাকে।

শরিয়াহ ও ফিতরত এবং তার বিকৃতিসাধন

ফিতরতকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তা বোঝানোও কঠিন। আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য ফিতরতকে সৃষ্টি করেছেন সুস্থ ও সহজাত করে। ফলে যখনই এই ফিতরতের ওপর শরিয়াহপ্রদত্ত কোনো দায়িত্ব এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াই সে শরিয়ার আদেশ বুঝতে সক্ষম হয়। কলমের মুখ যেমন তার ঢাকনায় সহজেই প্রবিষ্ট হয়, তেমনি ফিতরতও শরিয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যায়। উদাহরণত বলা যায়—আল্লাহ তাআলা মানুষকে সালাতের সময় ভালো পোশাক পরিধান করতে আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

> ‘হে মানবকুল, প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করো।’ [সুরা আল-আরাফ : ৩১]

কিন্তু কোন ধরনের সুন্দর পোশাক পরিধান করতে আদেশ করেছেন, তা আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট করে বলেননি, কারণ—মানুষ স্বভাবজাতভাবে বুঝতে পারে যে, কোনটা সুন্দর আর কোনটা অসুন্দর।

ঠিক তেমনিভাবে পবিত্র কুরআনুল কারিম সুমধুর সুরে তিলাওয়াত করার কথা হাদিসে এসেছে। সাহাবি বারা ইবনুল আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

زَيِّنوا القرآنَ بأصواتكم.

‘তোমরা কুরআনকে সুমধুর সুরে পাঠ করো।’[১]

১. সুনানু আবি দাউদ : ১৪৬৮; সুনানুন নাসায়ি : ১০১৫, ১০১৬; সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৩৪২।

এখানেও সুন্দর আর অসুন্দর সুরের ব্যাখ্যা করা হয়নি। কারণ, মানুষের ফিতরত শ্রবণ ও অনুভবের মাধ্যমে এই সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য বোঝার যোগ্যতা রাখে।

এভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সুগন্ধি ব্যবহারের র্নিদেশ দেন। কিন্তু সুগন্ধময় আতর কোনটি আর দুর্গন্ধযুক্ত কোনটি, তা মানুষকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ কোনো ধরনের যুক্তিতর্ক ছাড়াই শুধু গন্ধ শোঁকার মাধ্যমে মানুষের সহজাত স্বভাব তা পার্থক্য করতে পারে।

আর যে সকল মানুষের (ফিতরত) সহজাত স্বভাব যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন অধঃপতন থেকে ফিতরতকে বাঁচানো পর্যন্ত মানুষ মহান আল্লাহর নির্দেশিত শরয়ি বিধিবিধান বুঝতে পারে না। পাত্র উল্টো থাকলে যেমন তার মধ্যে কিছুই রাখা যায় না, কিছু রাখতে হলে পাত্র সঠিকভাবে সোজা রাখতে হয়। ঠিক তেমনই আল্লাহর বিধিনিষেধ ঠিকমতো ধারণ করার জন্য ফিতরতকে অপরিবর্তিত রাখা জরুরি। এজন্যই আল্লাহ তাআলা ফিতরত (সহজাত স্বভাব)-কে আপন অবস্থায় রাখার জন্য মানুষকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন এই ফিতরতে বিকৃতি সাধন থেকে বিরত থাকে। কারণ, ফিতরতে বিকৃতি ঘটলে মানুষের পক্ষে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা সম্ভব হয় না। এতে ইমানের মৌলিক উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়। আর ফিতরতে যত বিকৃতি সাধন হবে, শরিয়ার আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করা থেকেও সে তত মুখ ফিরিয়ে নেবে। ফলে এই বিকৃত স্বভাব শরিয়ার মূলনীতি বোঝার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলবে।

তাই যে-সকল জাতি জিনা-ব্যভিচারে মজে বুঁদ হয়ে আছে, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ককে যারা বৈধতা দিয়ে আইন প্রণয়ন করে, তারা কখনোই হিজাবের মর্ম এবং নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশা নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্য অনুধাবন করতে পারবে না। কারণ, তাদের কাছে এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক। সুতরাং যে জিনিস তারা অবৈধ মনে করে না, তাতে বাধা দেওয়া তো অনেক দূরের বিষয়!

মানুষকে অনেকগুলো স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু আছে পরিবর্তনযোগ্য। আর কিছু স্বভাব অপরিবর্তনযোগ্য, যার সাথে সৃষ্টিগতভাবেই মানবজাতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পানির উপাদানগুলো

যেমন পানি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়; তেমনি মানুষের সেই অপরিবর্তনীয় স্বভাবগুলোও পরিবর্তন করা অসম্ভব।

আর পরিবর্তনযোগ্য স্বভাবে বিকৃতি ঘটতে কত সময় লাগবে এবং পরিবর্তনটা কেমন হবে তা মানুষের আপন ফিতরতে অবিচল থাকার সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। শয়তান শরিয়ায় পরিবর্তন ঘটাতে যতটা আগ্রহী, তারচেয়ে বেশি সে সচেষ্ট থাকে মানুষের সহজাত স্বভাবে বিকৃতি সাধনে। কারণ, ফিতরতে বিকৃতি ঘটানো খুবই ফলপ্রসূ ও কার্যকর পদ্ধতি। কেউ সুস্থ স্বভাবে ফিরে যেতে চাইলে তার জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘ কয়েক দশক কিংবা শতাব্দী। অথচ শরিয়ার দিকে মানুষকে ফিরিয়ে আনতে দরকার হয় শুধু একজন একনিষ্ঠ সংস্কারকের, যিনি শরিয়ার দলিল-প্রমাণ, সঠিক যুক্তিতর্কগুলোর প্রকৃত মর্মার্থ পুনরায় মানুষের সামনে তুলে ধরবেন। মানুষের সহজাত স্বভাবও সহজেই সঠিক শরিয়াকে গ্রহণ করে নেয়। কেউ অহংকারের কারণে ফুঁসে উঠলেও তা ফানুসের মতো স্বল্প সময়ে চুপসে যায় এবং শরিয়াকে মেনে নিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ফিতরতের একটা অংশে বিকৃতি ঘটার ফলেই শরিয়ার অসংখ্য বিধিবিধানে পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন গাছের বড়ো একটি ডাল কাটার ফলে ছোটো-ছোটো অনেক ডালপালা ও পত্র-পল্লব ঝরে পড়ে। কিন্তু যদি একটি একটি করে ডাল কিংবা পাতা কাটা হয়; তাহলে প্রচুর খাটুনি লাগে, সঙ্গে সময়ও যায় অনেক। তাই শয়তান মৌলিক ফিতরতে বিচ্যুতি ঘটানোর কূটকৌশল গ্রহণ করেছে, যাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায়। কারণ ফিতরতের পরিবর্তনে শরিয়ার অসংখ্য বিধান থেকে মানুষ সহজেই দূরে সরে যায়।